বাংলার কণ্ঠ

তারিখ ... 21 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

বাবার সন্দেহে বুয়েট শিক্ষকও, তদন্ত নিয়ে হতাশা

■ সমকাল প্রতিবেদক

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লেখক অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডে ফারসীম মান্নান নামের বুয়েটের এক শিক্ষক জড়িত বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অভিজিতের বাবা অধ্যাপক অজয় রায়। বুয়েটের ওই শিক্ষকের সঙ্গে শিবিরের কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নাগরিক, সমাবেশে অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া এসব তথ্য তিনি ইতিমধ্যে গোয়েন্দা সংস্থাকেও জানিয়েছেন। তবে হত্যাকাণ্ডের এক মাস হতে চললেও তদন্ত বা খুনিদের ধরার বিষয়ে দৃশ্যত কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় তিনি হতাশ।

আরসি মজুমদার মিলনায়তনে 'ড. অভিজিৎ রায়ের হত্যাকারীদের ক্ষমা নেই' শীর্ষক ওই নাগরিক সমাবেশের আয়োজন করে নাগরিক কমিটি। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। নাগরিক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

বাবার সন্দেহে বুয়েট শিক্ষকও

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সদস্য নূহ-উল-আলম লেনিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী এমপি, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী, প্রবীণ সাংবাদিক কামাল লোহানী, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফরিদউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

নাগরিক সমাবেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রে মুক্তবুদ্ধির মানুষ ও নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। তারা বলেছেন, বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণেই প্রগতিশীল এসব মানুষ হত্যার বিচার হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মুক্ত চিন্তার ওপর এভাবে হামলা হতে থাকলে দেশ টিকবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন মুক্তচিন্তাকারীদের জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠেছে, তখন পুরো দেশের অবস্থাটা কী তা সহজেই অনুমেয়।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে একুশে বইমেলা থেকে ফেরার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক ও 'মুক্তমনা' ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায়। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে দুর্বৃত্তের চাপাতির আঘাতে আহত হন তার স্ত্রী ব্লগার রাফিদা আহমেদ বন্যা। তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। প্রকাশ্যে এমন হত্যাকাণ্ডের পর 'আনসার বাংলা সেভেন' নামে ধর্মীয় একটি উগ্রপন্থি গ্রুপ টুইটারে এর দায় স্বীকার করে। ঘটনার পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীও হত্যাকাণ্ডে ধর্মীয় উগ্রপন্থিরা জড়িত বলে মত দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইও এসে অভিজিৎ হত্যার তদন্ত করছে। এ সংস্থাটিও মনে করছে, এটি ধর্মীয় উগ্রপন্থিদের কাজ। তবে এখনও হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

গতকালের নাগরিক সমাবেশে অধ্যাপক অজয় রায় ২৬ ফেব্রুয়ারি বই মেলায় বিজ্ঞান লেখকদের এক আড্ডায় অভিজিৎ ও তার স্ত্রীর যোগ দেওয়া নিয়ে নিজের অনুসন্ধানের তথ্য তুলে ধরেন। বুয়েটের শিক্ষক ফারসীম মান্নানই সেদিন অভিজিৎ-বন্যাকে বিজ্ঞান লেখকদের ওই আড্ডায় ডেকে নিয়েছিলেন বলে জানান তিনি।

অজয় রায় বলেন, 'বুয়েটের ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ফারসীম মান্নানের গতিবিধি ও তার চরিত্র আমার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ মনে হচ্ছে। তিনিই ফেসবুকে যোগাযোগের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। যাতে ১১ জন আমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে অনাহূত ৪-৫ জনের উপস্থিতি ছিল।' অনাহূত সেই ব্যক্তিরা শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেন অভিজিতের বাবা।

নাগরিক সমাবেশে পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে অজয় রায় বলেন, 'অভিজিতের বইয়ের প্রকাশনা সংস্থা শুদ্ধস্বরের অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত অবস্থান করেন তার ছেলে ও পুত্রবধূ। পরে ছায়াবীথি ও অবসর প্রকাশনীর স্টলের মাঝে ত্রিপল বিছানো উন্মুক্ত স্থানে সেই আড্ডায় বসেন তারা। ফারসীম মান্নান আয়োজিত সেই আড্ডা চলে রাত ৮টা পর্যন্ত।

অজয় রায়ের দাবি, বিজ্ঞান লেখকদের সেই 'আড্ডায়' জিরো টু ইনফিনিটি ও পাই নামে দুটি সংগঠনের লোকজনও উপস্থিত ছিল। তাদের সঙ্গে শিবিরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সংগঠন দুটির সম্পাদক শিবিরের আবদুল্লাহ আল মামুন অনাহূত লোকদের গালাগাল করেন বলেও উল্লেখ করেন অজয় রায়। তিনি বলেন, 'মামুন অনাহূত লোকদের বলে, তোমাদের কারা আমন্ত্রণ করেছে? তখন তারা জানায়, স্যার (ফারসীম মান্নান) তাদের ডেকেছেন। এরপর অভিজিৎকে দেখে তারা সেখান থেকে উঠে চলে যায়।'

অজয় রায় বলেন, 'বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে' অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া এসব তথ্য তিনি সিআইডি, গোয়েন্দা বিভাগ ও ডিবিকে সবার নামসহ জানিয়েছেন। এরপর এক মাসের মতো পার হতে যাচ্ছে; কিন্তু তদন্তে দৃশ্যত কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হয় না। তদন্তের এমন অবস্থায় তিনি ও তার পরিবার মানসিকভাবে বিধ্বস্ত জানিয়ে অজয় রায় বলেন, 'পিতার আগে পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। তার লাশ বহন করা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন। তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।' অভিজিতের অনেক কিছু দেওয়ার ছিল, মৌলবাদী শক্তি তাকে বাঁচতে দিল না বলেও মন্তব্য করেন হত্যা মামলার বাদী অজয় রায়।

অভিজিৎ হত্যাকাণ্ড এফবিআই তদন্ত করায় গোয়েন্দা পুলিশের প্রতি তাদের সহায়তার আহ্বান জানিয়ে অজয় রায় বলেন, 'উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এফবিআই এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বের করতে পারবে বলে আশা করি। সেই সঙ্গে তাদের মদদদাতা মৌলবাদী গোষ্ঠীর মুখোশও উন্মোচিত হবে।'

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বেশকিছু কাল ধরে বাংলাদেশ আক্রান্ত হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং সন্ত্রাসের দ্বারা। এই দুই অপশক্তিকে পরাস্ত না করতে পারলে বাংলাদেশ থাকবে না। তিনি বলেন, সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বশক্তি দিয়ে এই অপশক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই এদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বে আমাদের জয়লাভ অনিবার্য।

অভিজিতের পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, অভিজিতের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আমাদের সংগ্রাম চলছে এবং চলবে।

সাবেক ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী বলেন, যারা এ ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে তারা জাতি ও মুক্তিযুদ্ধের শত্রু। তাদের প্রতিহত করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

ঢুবি উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, অভিজিৎ রায়ের একমাত্র অপরাধ ছিল, তিনি একজন মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন। এ জন্যই তাকে নির্মম হত্যার শিকার হতে হয়েছে। এসব জঙ্গিবাদকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে না পারলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা করেন তিনি।

সমাবেশের শুরুতে 'চিন্তার জবাব যখন চাপাতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।